স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর

স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর

১৯৭৪ সালে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতায় বিভিন্ন হাসপাতাল ও অন্যান্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ অবকাঠামোসমূহের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিপিডিইউ নামে একটি পৃথক প্রকৌশল ইউনিট গঠন করেন। বর্তমান সরকারের আমলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সানুগ্রহ অনুমোদনক্রমে বিগত ২২.০৩.২০১০ইং তারিখে প্রাক্তন প্রকৌশল ইউনিট সিএমএমইউ-কে একটি পূর্ণাঙ্গ ডিপার্টমেন্ট হিসেবে স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (এইচইডি) এ উন্নীত করা হয়েছে। এইচইডি (সাবেক সিএমএমইউ) এর বিদ্যমান ৩৮৬টি জনবলের অতিরিক্ত আরও ১০৫টি পদ সৃজন করা হয়েছে। ফলে এইচইডি'র বর্তমানে মোট জনবল ৪৯১টি। দিন দিন কাজের পরিধি বৃদ্ধি পাওয়ায় বর্তমানে ১৩৬৪ জনবল সম্বলিত একটি অর্গানোগ্রাম অনুমোদনের প্রক্রিয়াধীন আছে।

কর্মপরিধিঃ

ওয়ার্ড পর্যায় থেকে জেলা পর্যায়ে ১০০ শয্যা পর্যন্ত সকল স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা অবকাঠামো/স্থাপনাসমূহের নির্মাণ, উন্নীতকরণ, সম্প্রসারণ, মেরামত ও সংস্কার কাজ বাস্তবায়নের দায়িত্ব স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (এইচইডি) এর উপর ন্যস্ত করা আছে। এছাড়া মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে জেলা হাসপাতাল, জাতীয় পর্যায়ের হাসপাতাল, বিশেষায়িত হাসপাতাল নির্মাণ, উন্নীতকরণ, সম্প্রসারণ ও মেরামত সংস্কার কাজও এইচইডি কর্তৃক বাস্তবায়িত হয়।

সাংগঠনিক কাঠামো, জনবল এবং বিভাগ ভিত্তিক কর্মবন্টনঃ

ক. সাংগঠনিক কাঠামো ও জনবলঃ
স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী অনুমোদিত জনবল ৪৯১ জন। জনবল সংক্রান্ত তথ্যাবলি নিম্নরূপ ঃ

ক্রমিক নং	কার্যালয়ের নাম	অনুমোদিত জনবলের সংখ্যা
০১।	প্রধান কার্যালয়	৭৫
০২।	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর কার্যালয় (৪টি)	৩১
০৩।	নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয় (১৬ টি)	১৬৮
০৪।	সহকারী প্রকৌশলীর কার্যালয় (৫০টি)	২১৭
	মোটঃ	৪৯১

প্রস্তাবিত বর্ধিত জনবল সংক্রান্ত তথ্যাবলি নিম্নরূপ ঃ

ক্রমিক নং	কার্যালয়ের নাম	প্রস্তাবিত জনবলের সংখ্যা
০১।	প্রধান কার্যালয়	২২৫
০২।	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলীর কার্যালয় (২টি)	৩৮
০৩।	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর কার্যালয় (৯টি)	৯৯
০৪।	নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয় (৩৬ টি)	৪৭৪
০৫।	সহকারী প্রকৌশলীর কার্যালয় (৬৮টি)	৫২৮
	মোটঃ	**১৩৬৪**

খ. বিভাগ ভিত্তিক কর্মবন্টনঃ

এইচইডি'র কর্মপরিধি অনুযায়ী ওয়ার্ড পর্যায়ে কমিউনিটি ক্লিনিক নির্মাণ, মেরামত ও সংস্কার কাজ, ইউনিয়ন পর্যায়ে ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র নির্মাণ, মেরামত ও সংস্কার কাজ, উপজেলা পর্যায়ে নতুন ৩১ শয্যা বিশিষ্ট উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স নির্মাণ কাজ, বিদ্যমান উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স সমূহকে ৩১ শয্যা থেকে ৫০ শয্যায় উন্নীতকরণ কাজ, নতুন ২০ শয্যা ও ১০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল নির্মাণ, উপজেলা ষ্টোর নির্মাণ, জেলা পর্যায়ে জেলা সদর হাসপাতালের উন্নীতকরণ কাজ, মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র (MCWC), FWVTI, RTC নির্মাণ, নার্সিং ট্রেনিং ইনষ্টিটিউট, নার্সিং কলেজ, ইনষ্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজি (IHT) নির্মাণ, মেডিকেল এ্যাসিস্টেন্ট ট্রেনিং স্কুল (MATS) সহ মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্দেশিত অন্যান্য কাজ স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (এইচইডি) এর উপর ন্যস্ত রয়েছে।

২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের খরচের হিসাবঃ

উন্নয়ন বাজেট :

ক্রমিক	অর্থ বছর	জিওবি	আর পি এ	মোট
০১	২০১২-২০১৩	১৪১৬৩.৪৩	৮০৮৫.২৭	২২৭৪৮.৭০

রাজস্ব বাজেট :

ক্রমিক	অর্থ বছর	মোট
০১	২০১২-২০১৩	১০৩৮৪.১৫

স্তর (লেভেল) ভিত্তিক কর্মসম্পাদন প্রতিবেদনঃ

স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক বিগত ৫ বছরে উন্নত স্বাস্থ্য সেবা বিশেষ করে গ্রামীণ দরিদ্রক্লিষ্ট মানুষের দোরগোড়ায় স্বাস্থ্য সেবা পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে যে সমস্ত স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ স্থাপনার কাজ সমাপ্ত করা হয়েছে/সমাপ্তির শেষ পর্যায়ে রয়েছে/চলমান রয়েছে/কার্যক্রম গৃহীত হয়েছে তার চিত্র নিম্নরূপঃ

❍ ***নতুন কমিউনিটি ক্লিনিক নির্মাণ কাজঃ***

Revitalization of Community Health Care Initiatives in Bangladesh শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ২৮৭৬টি কমিউনিটি ক্লিনিকের মধ্যে প্রথম পর্যায়ে ২০০৯-২০১০ অর্থ বছরে ১০০টি, ২০১০-১১ অর্থ বছরে ১২০৫টি, ২০১১-২০১২ অর্থ বছরে ৬৫৪টি, ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে ১৩১টি এবং চলতি অর্থ বছরে ১৫১টি কমিউনিটি ক্লিনিক নির্মাণ কাজ হাতে নেয়া হয়েছে। হালনাগাদ ১৮২৯টির কাজ সমাপ্ত হয়েছে, অবশিষ্ট চলমান কাজের গড় অগ্রগতি ৮৭%।

❍ ***ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র নির্মাণ কাজঃ***

সারাদেশে প্রতিটি ইউনিয়নে ১টি করে ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র (HFWC) স্থাপন কার্যক্রমের আওতায় ইতোমধ্যে ৩৮৬৮টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র নির্মিত হয়েছে। ২০১২-১৩ অর্থ বছরে ২৫ টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র নির্মাণ কাজ অগ্রসরমান আছে। গড় অগ্রগতি ৫০% ।

❍ ***উপজেলা হাসপাতাল ৫০ শয্যায় উন্নীতকরণঃ***

গ্রামীণ জনসাধারণের স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সারাদেশে ৪২১টি উপজেলায় ৩১ শয্যা বিশিষ্ট উপজেলা

স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স পর্যায়ক্রমে নির্মাণ করা হয়। কালক্রমে জনসংখ্যা বৃদ্ধি, জনগণের স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি এবং বাস্তব চাহিদার প্রেক্ষাপটে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সসমূহের সম্প্রসারণ এবং মান উন্নীতকরণ করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। সে প্রেক্ষিতে বর্তমানে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সকে ৩১ শয্যা থেকে ৫০ শয্যায় উন্নীতকরণ করা হচ্ছে। উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সকে উন্নীতকরণ কার্যক্রমের আওতায় ১৯টি নতুন শয্যা, OT, আউটডোর, র‌্যাম্প ইত্যাদিসহ ওপিডি ভবন, ডক্টরস্ ডরমেটরী, নার্সেস ডরমেটরী এবং ষ্টাফ কোয়ার্টার নির্মাণ কাজসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে । ২০১২-১৩ অর্থ বছরে ২০৪ টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সকে ৩১ শয্যা হতে ৫০শয্যায় উন্নীতকরণ করা হয়েছে। বর্তমানে ৪৫টি স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের কাজ চলমান রয়েছে। গড় অগ্রগতি ৪০%।

❍ ***উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স নির্মাণ কাজঃ***

নবসৃষ্ট উপজেলায় জনসাধারণের স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার জন্য প্রতিটি উপজেলায় ৫০ শয্যা বিশিষ্ট উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স নির্মাণ করা হবে। ২০১২-১৩ অর্থ বছরে টাঙ্গাইল জেলার ধনবাড়ী এবং সিলেট জেলার খাদিম পাড়ায় একটি করে ৫০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল এর নির্মাণ কাজ হাতে নেয়া হয়েছে যার গড় অগ্রগতি ৬০%। ৫টি ৫০ শয্যা হাসাপাতাল নির্মাণ কাজের দরপত্র আহবান করা হয়েছে। উপজেল গুলো হচ্ছে আশুগঞ্জ-বি-বাড়ীয়া; বিজয়নগর-বি-বাড়ীয়া; কালুখালী-রাজবাড়ী; জুরী-মৌলভীবাজার; কবিরহাট-নোয়াখালী এবং রুমা-বান্দরবান।

❍ ***নার্সিং কলেজ ও নার্সিং ট্রেনিং ইনষ্টিটিউট নির্মাণঃ***

চলমান HPNSDP কর্মসূচির আওতায় (২০১১-২০১৬) আরও ৭টি নার্সিং কলেজ এবং ৬টি নার্সিং ট্রেনিং ইনষ্টিটিউটকে নার্সিং কলেজে রুপান্তর করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে লালমনিরহাটে ১টি নার্সিং কলেজ নির্মাণ করার কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে এবং বান্দরবান জেলায় একটি নার্সিং কলেজ নির্মাণের জন্য দরপত্র আহবান করা হয়েছে।

❍ ***ইনষ্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজি (আইএইচটি) নির্মাণঃ***

ইনষ্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজি (IHT) প্রতিষ্ঠান থেকে স্বাস্থ্য সেবা সহকারী, ল্যাবরেটরী টেকনিশিয়ান ইত্যাদি জনবল প্রশিক্ষণ লাভ করেন। ২০০৯ হইতে ২০১৩ পর্যন্ত সিলেটে ১টি (IHT) নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়া চলমান HPNSDP কর্মসূচির আওতায় (২০১১-২০১৬) আরও ১১টি IHT নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে। ইতোমধ্যে ৪টি (IHT) নির্মাণ কাজের দরপত্র কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।

❍ ***২০ শয্যা বিশিষ্ট নতুন হাসপাতাল নির্মাণঃ***

উপজেলা সদর থেকে দূরে অবস্থিত জনসাধারণের দোরগোড়ায় স্বাস্থ্য সেবা পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে এবং যে সকল উপজেলায় স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স উপজেলা সদর থেকে দূরবর্তী স্থানে অবস্থিত সে সকল স্থানের জনগণের স্বাস্থ্য সেবার কথা বিবেচনা করে ২০ শয্যার হাসপাতাল নির্মাণ করা হচ্ছে। ২০০৯ থেকে ২০১৩ পর্যন্ত ৩টি ২০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল নির্মাণ করা হয়েছে। কুমিল্লার দাউদকান্দি উপজেলাধীন মালিগাঁও নামক স্থানে ১টি ২০ শয্যা হাসপাতাল নির্মাণ কাজের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে।

❍ ***ইপিআই জেলা ষ্টোর নির্মাণঃ***

স্বাস্থ্য সেবা সামগ্রী এবং ঔষধপত্র সংরক্ষণ এবং দুরবর্তী স্থানে সরবরাহ নিশ্চিতকরনের জন্য জেলা ষ্টোর নির্মাণ করা হচ্ছে। ১০০টি জেলা ষ্টোর নির্মাণ করা হবে। বর্তমান সরকারের আমলে গেভী-এইচএস অর্থায়নে ১২টি জেলা ষ্টোর নির্মাণ কাজ হাতে নেওয়া হয়। যার মধ্যে ০৬ টির কাজ সমাপ্ত হয়েছে এবং ০৬ টি কাজ চলমান আছে । গড় অগ্রগতি ৯৫% ।

❍ ***স্বাস্থ্য ভবন নির্মাণঃ***

ঢাকার মহাখালীতে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নিজস্ব ভবন নির্মাণাধীন রয়েছে। ৩টি বেজমেন্টসহ ৪র্থ তলা পর্যন্ত নির্মাণের জন্য ৩৩৯২.১১ লক্ষ টাকা চুক্তি করা হয়েছে। বর্তমানে নির্মাণ কাজটি চলমান রয়েছে। গড় অগ্রগতি ৭৫% ।

❍ ***ডিপিপিভূক্ত কাজঃ***

উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনা (ডিপিপি) এর আওতায় (১) গোপালগঞ্জ জেলায় ৫০০ শয্যা বিশিষ্ট শেখ সায়েরা খাতুন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল এবং নার্সিং ইনষ্টিটিউট স্থাপন কাজ (২) ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট সাতক্ষীরা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল এবং নার্সিং ইনষ্টিটিউট স্থাপন কাজ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে ডিপিপি অনুমোদিত হয়েছে এবং জমি অধিগ্রহণের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বর্ণিত প্রকল্প ২টির পূর্ত কাজ বাস্তবায়নের জন্য প্রাক্কলিত মূল্য নিম্নরূপঃ

(১) গোপালগঞ্জ শেখ সায়েরা খাতুন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালঃ	৩৩৯০৪.৮৯লক্ষ টাকা।
(২) সাতক্ষীরা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালঃ	১৯৭২৩.৩২ লক্ষ টাকা।
মোটঃ	৫৩৬২৮.৮১ লক্ষ টাকা।

বর্তমান অগ্রগতিঃ

(ক) গোপালগঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালঃ

(i) গোপালগঞ্জ জেলায় শেখ সায়েরা খাতুন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল স্থাপন প্রকল্পের আওতায় ইতোমধ্যে প্রকল্প এলাকায় মাটি ভরাটের কাজ চলছে যার অগ্রগতি ৯০%। তাছাড়া পুরাতন হাসপাতালের সম্প্রসারণ ও সংস্কার কাজ চলছে।

(ii) মেডিকেল কলেজের (১) একাডেমিক ভবন (২) ছাত্রদের হোস্টেল ভবন (৩) ছাত্রীদের হোস্টেল ভবন (৪) পুরুষ ডাক্তার ডরমেটরী (৫) মহিলা ডাক্তার ডরমিটরী (৬) নার্স ডরমিটরী এবং (৭) হাসপাতালের জন্য ইমার্জেন্সি স্টাফ ডরমিটরী ভবন সমূহে স্থাপত্য ও অবকাঠামোগত নকশা প্রণয়ন, প্রাক্কলন প্রস্তুতকরণ সহ সকল প্রাক-টেন্ডার কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে; একাডেমিক ভবনের (অডিটরিয়াম, ক্যাফেটরিয়া ও লাইব্রেরী ভবনসহ) নির্মাণ কাজের দরপত্র আহবান করা হয়েছে; ১৮/০৯/২০১৩ইং তারিখে দরপত্র গৃহীত হয়েছে। ছাত্রদের হোস্টেল, ছাত্রীদের হোস্টেল, পুরুষ ও মহিলা ডাক্তার ডরমিটরী, স্টাফ নার্স ডরমিটরী, ইমার্জেন্সী স্টাফ ডরমিটরী নির্মাণ কাজের জন্য দরপত্র আহবান করা হয়েছে এবং ১০/০৯/২০১৩ইং তারিখে দরপত্র গৃহীত হয়েছে।

(iii) হাসপাতাল ভবনসহ প্রকল্পভুক্ত অন্যান্য ভবনসমূহের নকশা প্রণয়নের কাজ চলছে।

(খ) সাতক্ষীরা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালঃ

সাতক্ষীরা জেলার ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল ও মেডিকেল কলেজ স্থাপন কাজ বাস্তবায়নাধীন আছে যার মধ্যে:

(i) ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল নির্মাণ কাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে।

(ii) হাসপাতালের আবাসিক ভবনসমূহের নির্মাণ কাজ ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে।

(iii) মেডিকেল কলেজ এর প্রশাসনিক ভবন নির্মাণ কাজের জন্য ২৩/০৯/২০১৩ইং তারিখে দরপত্র গৃহীত হয়েছে।

(iv) মেডিকেল কলেজের আবাসিক ভবন, ছাত্র-ছাত্রীদের হোস্টেল ভবন, ডরমেটরী ভবন নির্মাণ কাজের দরপত্র গৃহীত হয়েছে এবং মূল্যায়ন চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।

(v) প্রকল্পভূক্ত অন্যান্য কাজসমূহ যেমন আবাসিক ভবন, ছাত্র-ছাত্রীদের হোস্টেল ভবন, ডরমেটরী ভবন নির্মাণ কাজের দরপত্র গৃহীত হয়েছে এবং মূল্যায়ন চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।

(গ) ১০ শয্যা বিশিষ্ট মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র নির্মাণ কাজঃ

HPNSDP এর আওতায় Physical Facilities Developmentঃ অপারেশনাল প্লানে ৬২ টি মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র নির্মাণ কাজ অন্তর্ভুক্ত আছে। যশোর জেলার শার্শা উপজেলাধীন গোড়পাড়া, অভয়নগর উপজেলার সিংগাড়ীতে, চট্টগ্রাম জেলার কর্ণেলহাট(সিটি কর্পোরেশন) এবং জামালপুর জেলার সদর উপজেলাধীন লক্ষিরচড় (বারুয়ামারি) ১০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল নির্মাণ কাজ চলছে, যার অগ্রগতি যথাক্রমে; গোড়পাড়া-৫০%, সিংগাড়ী-৮০%, কর্ণেলহাট-২% এবং লক্ষীরচর (বারুয়ামারি)-১৫% হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে, ইতিমধ্যে গাজীপুর জেলার কাপাসিয়া উপজেলাধীন পাবুর, সাতক্ষীরা জেলার আশাশুনী উপজেলাধীন দর্গাপুর ও কালীগঞ্জ উপজেলাধীন চম্পাফুল, নারায়নগঞ্জ জেলার আড়াইহাজার উপজেলাধীন দুপতারা মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র নির্মাণ কাজের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে এবং ময়মনসিংহ জেলার গৌরিপুর মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র নির্মাণ কাজের কার্যাদেশ প্রদান প্রক্রিয়াধীন আছে। তাছাড়া ১৫টি ১০ শয্যা বিশিষ্ট মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র নির্মাণ কাজের দরপত্র গৃহীত হয়েছে। এখানে আরও উল্লেখ্য ইতোমধ্যে ১৮টি মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র নির্মাণ কাজ বাস্তবায়নের জন্য দরপত্র আহবান করা হয়েছে।

(ঘ) ***ড্রাগ টেষ্টিং ল্যাবরেটরী (ডিটিএল) এবং ন্যাশনাল কন্ট্রোল ল্যাবরেটরী (এনসিএল) এর নবরূপায়ন কাজঃ***

ঢাকার মহাখালীস্থ আইপিএইচ কমপ্লেক্সে ড্রাগ টেষ্টিং ল্যাবরেটরী (ডিটিএল) এবং ন্যাশনাল কন্ট্রোল ল্যাবরেটরী (এনসিএল) এর নবরূপায়ন কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

(ঙ) ঢাকা জেলার সাভার উপজেলায় ৩১ থেকে ৫০ শয্যায় বাংলাদেশ-কোরিয়া মৈত্রী হাসপাতাল উন্নীতকরণ কাজ।

কাজটি চলমান আছে, যার বর্তমান অগ্রগতি- ৮০%।

(চ) ঢাকাস্থ মহাখালীতে বিসিপিএস ভবনের (২য় পর্যায়ের) কাজ।

কাজটি চলমান আছে, যার বর্তমান অগ্রগতি- ৮০%।

(ছ) সাতক্ষীরা জেলায় পলাশপোল মৌজায় ২৫০ শয্যার হাসপাতাল নির্মাণ কাজ।

কাজটি চলমান আছে, যার বর্তমান অগ্রগতি- ৯৫%।

(জ) দিনাজপুর জেলায় অরবিন্দু চাইল্ড হাসপাতালের নির্মাণ কাজ।

কাজটি চলমান আছে, যার বর্তমান অগ্রগতি- ৯৩%।

গণপূর্ত অধিদপ্তর (স্বাস্থ্য উইং)

২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন (পিএফডি) ও উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত হয়েছে। ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন (পিএফডি) অপারেশন প্লান (পিএফডি) এবং উন্নয়ন প্রকল্পের অনুকূলে মোট বরাদ্দকৃত ৩৫৬৭৪.৪২ লক্ষ টাকা হতে ৩৫৬৬৯.৫১ লক্ষ টাকা ব্যয়িত হয়েছে যা বরাদ্দের ৯৯.৯৮%। ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নের (পিএফডি) ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে ঢাকাস্থ খিলগাঁও এ ৫০০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল নির্মাণ, রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্ডানাইজেশন এবং এক্সটেনশন, রাজশাহী মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের মর্ডানাইজেশন এবং এক্সটেনশন, চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের মর্ডানাইজেশন এবং এক্সটেনশন, আইসিইউ ও ক্যাজুয়ালিটি ইউনিটের মর্ডানাইজেশন এবং এক্সটেনশন (ফরিদপুর ও কুমিল্লা), নোয়াখালী, পাবনা এ মেডিকেল কলেজ স্থাপন কাজ সমাপ্ত হয়েছে। এছাড়া ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নের আওতায় (পিএফডি) ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের চলমান কার্যক্রম সমূহ হচ্ছেঃ ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালকে ২৫০ শয্যা থেকে ২৫০ শয্যায় উন্নীতকরণ, খুলনা ও পঞ্চগড়ে ১০০ শয্যা বিশিষ্ট ডায়াবেটিক হাসপাতাল নির্মাণ, ঢাকা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের কর্মচারির জন্য ষ্টাফ কোয়ার্টার নির্মাণ, সাভারের ধামরাইতে ট্রমা সেন্টার নির্মাণ, হবিগঞ্জের বাহুবলে ট্রমা সেন্টার নির্মাণ এবং মুন্সিগঞ্জে মাওয়ায় ট্রমা সেন্টার নির্মাণ, ঢাকা শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজে ছাত্র/ছাত্রী হোষ্টেল নির্মাণ, ফরিদপুর মেডিকেল কলেজের একাডেমিক ভবন নির্মাণ, খুলনা মেডিকেল কলেজের একাডেমিক ভবন নির্মাণ, ব্রাহ্মনবাড়ীয়া ও দিনাজপুর হাসপাতালে মেডিকেল গ্যাস স্থাপন করা, ঢাকা মেডিকেল কলেজ বিদ্যমান স্থাপনার সম্প্রসারন ও নতুন ভবন নির্মাণ, কক্সবাজার ও যশোর-এ মেডিকেল কলেজ স্থাপন, সাভারে বাংলাদেশ ইনষ্টিটিউট অব হেল্থ ম্যানেজম্যান্ট নির্মাণ, খুলনায় আইসিইউ এবং ক্যাজুয়ালিটি ইউনিট নির্মাণ জাইকা এর অর্থায়নে বাগেরহাট, মুন্সিগঞ্জ, মানিকগঞ্জ ও বরগুনায় সদর হাসপাতালকে ২৫০ শয্যায় উন্নীতকরণ, বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় টংগী, মাদারীপুর ও কুড়িগ্রাম সদর হাসপাতালকে ২৫০ শয্যায় উন্নীতকরণ, জিওবি অর্থায়নে ভোলা, সুনামগঞ্জ, চুয়াডাঙ্গা, মাগুরা, চাপাইনবাবগঞ্জ, নওগাঁ, সিরাজগঞ্জ, নীলফামারী, হবিগঞ্জ সদর হাসপাতালকে ২৫০ শয্যায় উন্নীতকরণ।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ১৫টি উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে শেরে বাংলা নগরে ন্যাশনাল ইনষ্টিটিউট অব নিউরোসাইন্স ইনষ্টিটিউট, তেজগাঁও-এ ন্যাশনাল ইনষ্টিটিউট অব ইএনটি এবং ঢাকা মেডিকেল কলেজ সম্প্রসারণ আধুনিকায়ন ও ঢাকার ফুলবাড়িয়াস্থ ১৫০ শয্যা বিশিষ্ট সরকারি কর্মচারি হাসপাতালের আধুনিকায়ন এর কাজ সমাপ্ত হয়েছে। এছাড়া ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল এবং কিশোরগঞ্জ শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ, বিএসএমএমইউ-কে সেন্টার অব এক্সিলেন্সে উন্নীতকরণ, গোপালগঞ্জে ১০০ শয্যা বিশিষ্ট শেখ ফজিলাতুন্নেসা চক্ষু হাসপাতাল এবং ট্রেনিং ইনষ্টিটিউট স্থাপন, এক্সপানশন অফ কোয়ালিটি ইমপ্রুভমেন্ট অফ নার্সিং এডুকেশন, ঢাকা শিশু হাসপাতাল সম্প্রসারণ, ন্যাশনাল ইনষ্টিটিউট অফ ল্যাবরেটরী মেডিসিন এবং রেফারেল সেন্টার, খুলনায় শহীদ শেখ আবু নাসের বিশেষায়িত হাসপাতাল নির্মাণ এবং ন্যাশনাল ইনষ্টিটিউট অব ডাইজেসটিভ ডিজিজ রিসার্চ এবং হাসপাতাল নির্মাণ এর কার্যক্রম চলমান রয়েছে।